মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৬

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

২৫ মার্চ কালরাত্রি ও জাতীয় গণহত্যা দিবস স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিখা চিরঅম্লান প্রাঙ্গণে মোমবাতি প্রজ্বালন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

‘১৯৭১-এর গণহত্যা স্মরণ : স্মৃতি, অস্বীকার ও শিক্ষা’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা

২৫ মার্চ ২০২৬

২৫শে মার্চ বাংলাদেশ গণহত্যা স্মরণ দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ‘১৯৭১- এর গণহত্যা স্মরণ : স্মৃতি, অস্বীকার ও শিক্ষা’ শিরোনামে প্যানেল আলোচনা এবং ‘রিমেম্বারিং দ্য ১৯৭১ জেনোসাইড: মেমোরি, ডিনায়াল অ্যান্ড লেসনস’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্যানেলিস্ট হিসেবে ছিলেন ড. উপল আদিত্য ঐক্য, সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অফ ল, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়; ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা

২৬ মার্চ ২০২৬

১৪ বছর আগে ৭ জন অভিযাত্রী স্বাধীনতার ৪২তম বছর উদযাপনের জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ৪২ কিমি হেঁটে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছে যে স্বপ্নের বীজ রোপণ করেছিলেন তা হয়তো অঙ্কুরিত হচ্ছে খুব সংগোপনে। কঠিন মাটির ভেতর দিয়ে যে সবুজ কচি ডগা মাথা তুলে দাঁড়ায় শিরদাঁড়া সোজা করে, ঠিক তেমনি একটি প্রজন্ম তার পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে, তাদের কষ্ট অনুভব করে, তাদের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে সোজা হয়ে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায় শহীদ মিনার থেকে স্মৃতিসৌধ অবধি। সেই প্রজন্মের রোপণ করা বীজ আজ কঠিন সময়েও শিরদাঁড়া সোজা করে বলে ২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গণহত্যা ও স্বাধীনতা দিবস স্মরণে মুক্তিযুদ্ধের দেয়াল নির্মাণে শিশু-কিশোরেরা

বাংলাদেশের গণহত্যা ও স্বাধীনতা দিবস স্মরণ করে ঐকতান সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের পরিকল্পনায় শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকা প্রতীকী দেয়াল নির্মাণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে একঝাঁক শিশু-কিশোর। সকাল দশটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে শুরু হয় এ কর্মসূচি। শিশু-কিশোররা মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে তাদের নিজস্ব কল্পনাকে রঙ-তুলির মাধ্যমে কাগজে ফুটিয়ে তোলে, পরে তাদের আঁকা ছবিগুলো কাগজের বাক্সে সেঁটে নির্মাণ করে মুক্তিযুদ্ধের দেয়াল। ছবি আঁকা শেষ হলে শিশুরা নির্মাণকৃত দেয়ালের সামনে অবস্থান নেয় এবং প্রতীকী বুলেট ছুঁড়লে শিশুরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কালরাত্রির সেই ভয়াবহতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। চিত্রাঙ্কণের সময় শান্তির প্রতীক হিসেবে সাদা কাগজের সারস তৈরী করে কালো গোল ব্যাজের উপর স্থাপন করা হয়। সারসগুলোর গায়ে লাল রং পেন্সিল দিয়ে প্রতীকী বুলেটের দাগ আঁকা হয় যা দেখে মনে হয় সারসগুলোর শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, ঠিক যেমনটি ঝরেছিলো কালরাত্রিতে এবং পুরো মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে। কালরাত্রির ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এমন একটি আবহ সৃষ্টি করা হয়। আয়োজনের অংশ হিসেবে পতাকা হাতে সমবেত হয়ে তারা পরিবেশন করে দেশাত্মবোধক গান।

এ আয়োজন সম্পর্কে ঐকতান সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় দাস বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টির সাথে অনেক ভারি ভারি শব্দ জড়িয়ে আছে। এতো ভারি শব্দগুলো শিশুরা বোঝেনা।

সেখান থেকেই এই চিন্তা মাথায় আসলো যে, কীভাবে ছোট ছোট শিশুদেরকে মুক্তিযুদ্ধের মত ভারি বিষয়টিকে বিনোদনের মাধ্যমে বোঝানো যায়। বাচ্চাদের সাথে গল্পের ছলে ছলে একদিন জাদুঘরের স্মারক ইটটি কী এবং কেন এটি কেনা উচিৎ সে বিষয়ে বলি এবং তারা ইট কেনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে তারা আগ্রহী হয় এবং তাদের জমানো অর্থ দিয়ে একটি স্মারক ইট কেনা হয়। এরপর একদিন আমি বাচ্চাদেরকে গল্পের ছলে বলি যে চলো আমরা এমন ইট বানিয়ে একটি দেয়াল নির্মাণ করি। বাচ্চারা সাথে সাথেই আগ্রহী হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রথমে তাদেরকে বলা হবে মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে তারা কল্পনা করছে সেটি তাদের চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে এবং তারপর কাগজের বাক্স দিয়ে প্রতীকী ইট বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তাদের কল্পনার জগৎটাকে ফুটিয়ে তুলতে। সেই চিন্তা থেকেই এই পদক্ষেপ নেয়া'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক শিশু-কিশোরদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই ধরণের অংশগ্রহণমূলক উদ্‌যাপন শিশুদের মনোজগতে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক। এই আয়োজন শুধু একটি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নয় বরং নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, ইতিহাসচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সাবরিনা আফরীন তন্বী
গবেষণা সহকারী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ওঠে, যে মহান আত্মত্যাগে আমরা আজ উচ্চশির-স্বাধীন, সেই ত্যাগ স্মরণ করে শপথ নিই, তোমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না। যে শক্ত ভিত্তির পত্তন তোমরা করেছো, তারই উপর নির্মাণ করবো সৌধের পর সৌধ। সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সৌধ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সৌধ, সম্প্রীতির সৌধ, আর জাতির নবজাগরণের সৌধ।'

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা ২০২৬, ১৪তম বছরে তেরোতম বারের মতো আয়োজিত হয়েছে।

এবছর শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা, মৌলভীবাজার এবং গাজীপুরে।

২৬ মার্চ সকাল ৬.০১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ঢাকার পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অভিযাত্রী মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও ইনাম আল হক-এর কথা শেষে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কতো প্রাণ হলো বলি দান, লেখা আছে অশ্রুজলে' গানের সাথে পদযাত্রা শুরু করে। শহীদ মিনার থেকে শুরু করে পলাশী, আজিমপুর, সাইন্সল্যাব, সিটি কলেজ, জিগাতলা, সাতমসজিদ রোড ধরে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড, শিয়া মসজিদ, রিংরোড, শ্যামলী এসওএস শিশুপল্লী এবং শিশুমেলা হয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পৌঁছায় অভিযাত্রী দল।

শোক থেকে শক্তি: অদম্য পদযাত্রার স্বপ্নদ্রষ্টা, অভিযাত্রীর সহপ্রতিষ্ঠাতা মির্জা জাকারিয়া বেগকে এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। তার অকাল প্রয়াণে 'অভিযাত্রী' শোকে স্তব্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বরাবরের মতোই ছিলো তক্ষশিলার পরিবেশনা 'ব্রতচারী নৃত্য'। এখানে অভিযাত্রী দলের সাথে কথা বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে বিদায় নিয়ে অভিযাত্রী দল মিরপুর রোড ধরে এগিয়ে যায় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে। সেখানে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এক মিনিট নিরবতা পালন শেষ অভিযাত্রী দল পৌঁছায় মিরপুরের দিয়াবাড়ি বটতলা ঘাটে। সেখানে নৌকা যাত্রা শুরু। তুরাগ নদীতে ভাসতে ভাসতে বুড়ো হিজলের পাশ দিয়ে নৌকা যেয়ে পৌঁছায় সাদুল্লাপুর ঘাটে। পাশে বেগুনবাড়ি স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযাত্রী দলের জন্য সরবত দিয়ে আপ্যায়ন করে। বেগুনবাড়ি স্কুল থেকে পরের যাত্রা আক্রান স্কুল। সেখানে দুপুরের খাবার শেষে কলমা গ্রামের ছায়াঘেরা পথে অভিযাত্রী দলের পরের গন্তব্য সাভার ডেইরি ফার্ম। মধ্য দুপুরে হেঁটে চলা অভিযাত্রী দল সাভার পৌঁছায় পড়ন্ত বিকেলে। সেখানে অভিযাত্রী দলের সাথে যুক্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীরা। ঢাকা-মানিকগঞ্জ হাইওয়ে ধরে অভিযাত্রী দল সন্ধ্যায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছে। এবছর ঢাকা পদযাত্রায় শপথ পাঠ করান অভিযাত্রী সংগঠক নিশাত মজুমদার। এই পুরো পথে হেঁটেছে ৭৫ জন অভিযাত্রী। ২৬ কিমি হাঁটা এবং ১৫ কিমি নৌপথ ছিলো ঢাকা পদযাত্রায়। প্রতিবারের মত এবারও মৌলভীবাজার জেলার গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের আয়োজনে 'শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার যাত্রা শুরু হয় মৌলভীবাজার বেড়ির পাড় বধ্যভূমি থেকে এবং শহরের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত চাঁদনী ঘাট ও পিটিআই বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিযাত্রী দল কিছু পথ ট্রাকে করে (যেভাবে ১৯৭১-এ শিল্পী সংগ্রামীরা ট্রাকে গান গেয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়েছে) শ্রীমঙ্গল শহরতলীতে অবস্থিত শ্রীমঙ্গল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পৌঁছে আবার তারা হাঁটা শুরু করে পূর্বাশা বধ্যভূমি, শ্রমকল্যাণ ভবন যা ১৯৭১-এ পাকিস্তান বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। সেখানে কিছু সময় অপেক্ষা করে ভাড়াউড়া চা-বাগান বধ্যভূমি পর্যন্ত যেয়ে শেষ হয়।

সেখানে শপথ পাঠ করান মৌলভীবাজার জেলার বাংলাদেশ গার্ল গাইডস-এর সাধারণ সম্পাদক মাধুরি মজুমদার। মৌলভীবাজার পদযাত্রায় ৫০ এর অধিক পদযাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

এবছর গাজীপুর থেকে ২৫ কিমি পদযাত্রা করে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছায় অভিযাত্রী নূর মোহাম্মদ। বাঙালি তার স্বাধীকার ও স্বাধীনতার জন্য যেখানে রক্ত ঝরিয়েছে অভিযাত্রী সেখানেই হেঁটে স্মরণ করতে চায় সেই সকল আত্মত্যাগের সময়কে।

মো: ইমাম হোসেন
সদস্য, অভিযাত্রী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা, চলচ্চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনী : ৬ মার্চ ২০২৬

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ৬ মার্চ জাদুঘর মিলনায়তনে বিকেল চারটায় শুরু হওয়া এ আয়োজনে আবৃত্তি, আলোচনা, চলচ্চিত্র এবং শিল্প প্রদর্শনীর সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, যেখানে নারীর আত্মপরিচয়, অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক অবস্থানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানধর্মী রচনা 'সুলতানার স্বপ্ন' থেকে অনুপ্রেরণায় নির্মিত চারটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয়। গত বছরের অক্টোবর মাসে জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উদ্যোগে 'সুলতানার স্বপ্ন'-এর আঙ্গিক, বিষয়বস্তু এবং আকাঙ্ক্ষা নির্ভর মাসব্যাপী একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা নারীর অবস্থান, সামাজিক বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ করেন। কর্মশালার সমাপ্তিতে মোট ১৮টি পার্সোনাল চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতার অনন্য বহিঃপ্রকাশ।

অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো হলো– A Pony (নির্মাতা: পাওয়া আলম ছড়া), Dear r2π (নির্মাতা: জেরিন জান্নাতুল জাহান), Equity (নির্মাতা: অর্পা দাস) এবং Where Have All the Women Gone (নির্মাতা: যুক্তা সাহা)। প্রতিটি চলচ্চিত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক বৈষম্য, নারীর নিরাপত্তা, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং সম্ভাবনার বিষয়গুলো ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতে উপস্থাপিত হয়।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত দিনলিপি পাঠ করা হয়। আবৃত্তিশিল্পী মাহমুদা আখতার ও মহিউদ্দিন শামীম আবেগঘন কণ্ঠে এই দিনলিপিগুলো উপস্থাপন করেন। দিনলিপিগুলোতে সমাজে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া নানা বাস্তবতা, বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ কীভাবে একজন সচেতন নাগরিককে ভাবায় এবং তার মানসিকতা ও আচরণে প্রভাব ফেলে, তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পর 'নারীর আত্মপরিচয় ও রোকেয়া' শীর্ষক একটি আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন চার নির্মাতা– পাওয়া আলম ছড়া, যুক্তা সাহা, অর্পা দাস এবং জেরিন জান্নাতুল জাহান। আলোচনা পর্ব সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শবনম ফেরদৌসি। তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তার সঞ্চালনায় আলোচনায় উঠে আসে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ এবং রোকেয়ার চিন্তার আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের নির্মাণ প্রক্রিয়া, গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং চলচ্চিত্রের ভাবনা তুলে ধরেন। তারা উল্লেখ করেন, ব্যক্তিগত গল্প বলার মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা সম্ভব এবং সেই প্রক্রিয়ায় চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে দর্শকদের অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন প্রশ্ন ও মতামতের মাধ্যমে আলোচনাটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে 'রোকেয়াবাসিনী' শীর্ষক একটি শিল্পপ্রদর্শনীর পরিচিতি তুলে ধরা হয়। প্রদর্শনীতে কর্মশালার প্রশিক্ষণার্থীদের সৃজনশীল গবেষণার পাশাপাশি 'সুলতানার স্বপ্নে'র নারী আকাঙ্ক্ষার সামাজিক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চিত্রকর্মের মাধ্যমে। এই প্রদর্শনীটি দর্শকদের জন্য এক ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা তৈরি করে, যেখানে সাহিত্য, শিল্প এবং বাস্তবতার এক সৃজনশীল মেলবন্ধন দেখা যায়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চলচ্চিত্র কেন্দ্রের স্বেচ্ছাকর্মী ও ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের শিক্ষার্থী যাহ্‌রা নুসরাত।

এম. ফারহাতুল হক
সমন্বয়ক (কর্মসূচি)
চলচ্চিত্র কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

১৯৭১-এর ইতিহাস কখনো মুছবে না হৃদয় থেকে। আমি বার বার আসবো এই জাদুঘরে।

মামুন ও জাহিদ
১৭ মার্চ ২০২৬

জীবনের প্রথম পরিদর্শন, অনেক আবেগ-আপ্লুত হৃদয়ে তাকিয়ে ছিলাম প্রতিটি ছবি ও ডকুমেন্টের দিকে, কান্না আসে তবে সাহস পাই আমি গর্বিত জাতির উত্তরসূরী একজন বাংলাদেশি হিসেবে গর্বিত।

আলী আকবর
২৭.০৩.২০২৬

বাংলাদেশ যতদিন থাকবে মুক্তিযুদ্ধ ততদিন থাকবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মো: ইমতিয়াজ খান দিপু
৩০.০৩.২০২৬

মো: নাইম
২৮.৩.২৬

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কেবল একটি ভবন নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের শেকড়। এখানে কাটানো সময়গুলো স্রেফ একটি ভ্রমণ না বলে একটি অবেগঘন যাত্রা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এই জাদুঘর কেবল অতীতের আর্কইভ নয়, এটি বর্তমান প্রজন্মের জন্য কম্পাস, যা আমাদের শেখায় মাথা নত না করার দিক্ষা।

Rabi Zaman
Melbourne
Australia
25.03.2026

As someone of Bangladeshi heritage born and raises in Australia, I have never have a strong connection to my mother country. This exhibition has thus been invaluable in opening my eyes to the history and struggles of my ancestors.

রোকেয়া ও ‘সুলতানা’জ ড্রিম’-কে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলা জরুরি

শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা
১২ মার্চ ২০২৬

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানসংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ এবং পাঁচ জন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে ১২ মার্চ ২০২৬, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ‘সুলতানা’স ড্রিম : শ্রেণিকক্ষে সৃজনশীল পাঠ-কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন’ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারা আলোচ্য বিষয়টিকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্ববহ হিসেবে উল্লেখ করেন। হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মো. সফিউল বাশার চৌধুরী, জরিনা সিকদার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মো. নাহিদ মিয়া নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠদান পদ্ধতি এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সিনিয়র প্রভাষক ফাহমিদা রহমান উপস্থাপন করেন

এসব উপস্থাপন এবং অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় শ্রেণিকক্ষে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-উপস্থাপনের সমস্যা ও সম্ভাবনার নানা দিক উঠে এসেছে।

সমস্যাসমূহের মধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছে যে, “সুলতানা’জ ড্রিম” উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ২০২৪ সালে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় তা থেকে কোনো প্রশ্ন না থাকায় শিক্ষার্থীদের নিকট এ বইয়ের গুরুত্ব কম। ফলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের নিকটও গুরুত্বহীন। অভিভবকরা ‘রিডিং ফর প্লেজার’ অংশে রাখা “সুলতানা’জ ড্রিম”-কে কারিকুলাম বহির্ভূত মনে করে শিক্ষার্থীদের পড়ায় বাধা সৃষ্টি করে। অগ্রসর কিছু শিক্ষার্থী ছাড়া ক্লাসে কাউকে মনযোগ দিতে দেখা যায় না এখন।

সমস্যাগুলোর বিপরীতে আলোচনায় বলা হয় শিক্ষকরা সুযোগ পেলে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবেন। শিক্ষকবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞরা এ প্রসঙ্গে নানান পরামর্শ প্রদান করেন, তারা বলেন, সুলতানা’জ ড্রিম শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর জন্য রুটিন বিন্যাসে ৪০-৫০ মিনিটের তিনটি ক্লাস বরাদ্দ আছে, এই তিনটি ক্লাসকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে লেডিল্যান্ড, সায়েন্স ফিকশন চর্চা করা যায়। ছুটির সময়ে বাসায় গল্পটি পড়তে দেয়া ও ক্লাসে আলোচনা করা যেতে পারে; আগ্রহ তৈরি করার জন্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ক্লাসের ফাঁকে রেফারেন্স টেনে কথা বলবেন শিক্ষকরা এবং ক্রিটিক্যালি পড়াবেন। এতেও অনেক কাজ হবে বলে মনে করেন শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় নম্বর বেশি পাবার চেয়ে মানবিক মানুষ হবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এটাই হবে শিক্ষকদের সফলতা। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে একে আনন্দময় করে উপস্থাপনের দায়িত্ব শিক্ষকের। এর পাশাপাশি যে পরামর্শ উঠে আসে তা হলো– ক্লাসে সুলতানা’জ ড্রিম বিষয়ক ফিল্ম শো আয়োজন, নারী দিবসকে হাইলাইট করা, স্কুল লাইব্রেরিতে সুলতানা’জ ড্রিম বাংলা-ইংরেজি দু’ধরনের বইই রাখা ও তাদেরকে পড়তে উৎসাহিত করা। যেহেতু ৪র্থ শ্রেণি হতে রোকেয়ার প্রসঙ্গ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত তাই রোকেয়া ও সুলতানা’জ ড্রিমকে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রাসঙ্গিক করে তোলা জরুরি।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন– কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক ফাতেমাতুজ জোহরা, কলেজ অব ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ থেকে অধ্যক্ষ এস এম আবিদ আজাদ হোসেন, ব্রাইট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক আবু জাফর হাসান, হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ থেকে প্রভাষক মো. সফিউল বাশার চৌধুরী, কিশলয় গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ থেকে শিক্ষিকা ফাতেমা মারজান, জরিনা সিকদার গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মো. নাহিদ মিয়া, ভিকারুননেসা নূন গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ থেকে সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস, ভাষানটেক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মো. ওয়াহিদুল ইসলাম বাপ্পি, মাইলস্টোন কলেজের প্রভাষক মো. মাইনুল ইসলাম, রামপাল কলেজ মুন্সিগঞ্জ থেকে সহকারী অধ্যাপক ইলিয়াস আহমেদ খান, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের আয়শা জাহান, এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ থেকে প্রভাষক সেহেলী রুমানা, মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মো: হানিফ মিঞা এবং নটর ডেম কলেজের প্রভাষক মুহাইমিন আসিফ। বিশেষজ্ঞ হিসেবে সভায় পরামর্শ প্রদান করেন মাউশির প্রাক্তন মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. গোলাম ফারুক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর প্রভাষক ফাহমিদা রহমান, নায়েম-এর টিচার্স ট্রেইনার মো. মাসুদ রানা, নায়েম-এর প্রাক্তন টিচার্স ট্রেইনার অধ্যাপক স্বপন কুমার নাথ এবং এনসিটিবির প্রাক্তন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ নাফিসা খানম। এছড়া অংশগ্রহণ করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে গণহত্যা দিবস স্মরণ : ২৫ মার্চ ২০২৬

মিরপুর সাংস্কৃতিক ঐক্য ফোরামের আয়োজনে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে ২৫ মার্চ রাত নয়টায় কালরাত্রি স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় সকল শহীদদের। মোমবাতি প্রজ্বালনের পর এক মিনিট নিরবতা পালন ও সমবেত কণ্ঠে ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ গানটি পরিবেশিত হয়। স্মরণানুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মিরপুর সাংস্কৃতিক ঐক্য ফোরামের সাবেক সভাপতি আবুল খায়ের এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম শাহীন। এছাড়াও ফোরামের আহ্বায়ক শহীদুল হক শ্যানন এবং সদস্য সচিব সালাউদ্দিন পল্টু দিবসটি যথাযথ ভাবে পালনে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মিরপুরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সংস্কৃতিকর্মী ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জল্লাদখানায় শহীদ পরিবারের সদস্য শহীদ গোলাম হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি কাজী মিজানুর রহমান শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং বলেন, এই রাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ও তাদের দোসরেরা নির্বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়।

নাট্যকুঞ্জের সভাপতি মাশফিকুর রহমান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২৫ মার্চের ঘৃন্য হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের প্রতি ঘৃণা জানিয়ে শোককে শক্তিতে পরিনত করার আহ্বান জানান।

মুকুল ফৌজ মিরপুর শাখার সভাপতি আশিকুর রহমান ভুলু অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

প্রমিলা বিশ্বাস
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্য ভান্ডার থেকে

এপ্রিল ১৯৭১ : প্রতিরোধ এবং সরকার গঠন

কুষ্টিয়ার যুদ্ধ

২৫ মার্চ যশোর ঘাঁটি থেকে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সৈন্য কুষ্টিয়া পৌঁছায়। তারা শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও অবিলম্বে স্থানীয় ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও ছাত্র-জনতার প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। ১ এপ্রিল পাকিস্তানিরা পরাভূত হয় এবং মুক্তিবাহিনী শহরের দখল নেয়। এ খবর প্রকাশ পায় বিশ্বের নানা গণমাধ্যমে। কুষ্টিয়া যুদ্ধের ভিডিও চিত্র ধারণ করেন ফ্রান্সের সাংবাদিক ফিলিপ আলফন্সি। তাঁর ধারণকৃত 'কুষ্টিয়ার যুদ্ধ'-এর ফুটেজ সশস্ত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের তাৎপর্যময় দলিল। কুষ্টিয়ার যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমে Battle of Kushtia শিরোনামে বিশেষ প্রচার পায় এবং হয়ে ওঠে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতীক।

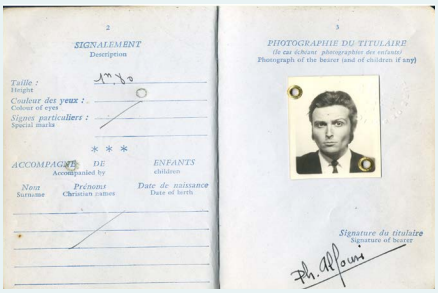

১৯৭১ সালে ফিলিপ আলফন্সি'র বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রবেশের পাসপোর্ট

আলফন্সির'র ধারণকৃত কুষ্টিয়া ব্যাটেলের আলোকচিত্র

টাইম সাপ্তাহিকে প্রকাশিত কুষ্টিয়া যুদ্ধের সংবাদ

সামরিক নেতৃত্বে গঠিত প্রতিরোধ : তেলিয়াপাড়া কনফারেন্স

তৎকালীন বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা গড়ে তোলে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ। উদ্যোগ নেয়া হয় সংগঠিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার। জাতীয় পরিষদের সদস্য প্রবীণ বাঙালি অফিসার অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বে ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন তরুণ অফিসার বিভিন্ন সেক্টর গঠনে উদ্যোগী হন।

৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলোতে কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বে লে. কর্ণেল এম এ রব, লে. কর্ণেল সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ বিদ্রোহী বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা

সামরিক অভিযানের মুখে সীমান্ত অতিক্রমকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্রুত নিজেরা সংগঠিত হন। ১০ এপ্রিল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় মিলিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধান রূপে অধিষ্ঠিত হন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ হন প্রধানমন্ত্রী। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকাননে মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

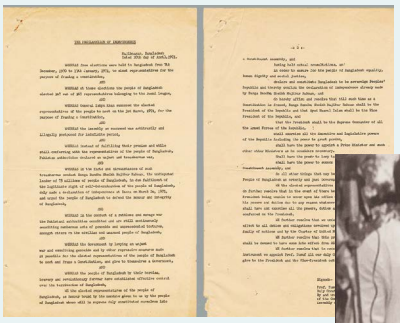

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

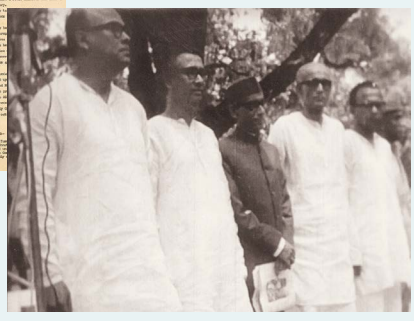

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ

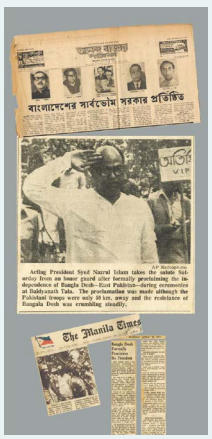

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে মুজিবনগর সরকার গঠনের সংবাদ

সম্পাদনা : **আমেনা খাতুন**
সম্পাদনা সহযোগী : **মির্জা মাহমুদ আহমেদ ও রেজাউল আহমেদ**

শোক থেকে শক্তি : পদযাত্রা মৌলভীবাজার

চা শ্রমিকের গণকবরে নতুন প্রজন্মের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

মৌলভীবাজারে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন মৌলভীবাজার শাখা, অভিযাত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা'র আয়োজন করা হয়। নতুন প্রজেন্মের পদযাত্রীরা শ্রীমঙ্গলের চা শ্রমিকদের গণকরবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।

২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীমঙ্গল ১ নম্বর পুল থেকে ভাড়াউড়া চা বাগানের স্মৃতিসৌধে পদযাত্রায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে এ শ্রদ্ধা জানানো হয়। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা পরাগ বারই, মুক্তিযোদ্ধা চিরেশ দস্তিদার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ, সাংবাদিক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বাপন, শ্রীমঙ্গল চলচ্চিত্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা কাজী আশিকুর রহমান সুজন, শ্রীমঙ্গল চলচ্চিত্র সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক কুনাল দত্ত, মৌলভীবাজার গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের মাধুরী মজুমদার, তাহিয়া তাবাসসুম ইসলাম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, হেমপ্রভা সিনহা, হুমাইরা, তাহা, নওনির, মো. কবির হোসেন, মো. বাবর ইসলাম ও ত্রিদিব ধর কাব্য।

এর আগে বৃহস্পতিবার ভোরে মৌলভীবাজার শহরের রেড়ির পাড় বধ্যভূমি থেকে নতুন প্রজন্মের পদযাত্রা শুরু হয়। এ সময় আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫৮ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ৬২ জন এই পদযাত্রা অংশগ্রহণ করে।

ভাড়াউড়া চা বাগান বধ্যভূমিতে পদযাত্রীরা পৌঁছার পর শ্রদ্ধা নিবেদনের পূর্বে মুক্তিযোদ্ধা পরাগ বারই নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর ৫৯ জন চা শ্রমিককে ধরে এনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যার প্রচেষ্টা চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এর মধ্য থেকে ভাগ্যক্রমে ৮/৯জন আহত অবস্থায় পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। সেদিনের ঘটনার পর এখানে সব লাশ একত্র করে মাটিচাপা দেওয়া হয়। সেদিনই আমরা চা বাগান ছেড়ে পালিয়ে যাই। তারপর মুক্তিবাহিনী হিসেবে ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যুদ্ধের পর এখানে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি পাওয়া যায়। তখন থেকেই আমরা এটিকে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেছি এবং ১৯৯৭ সালে এখানে এই স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হয়। পরে মৌলভীবাজার গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মাধুরী মজুমদার শপথ বাক্য পাঠ করান।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বাপন
সাংবাদিক

মির্জা জাকারিয়া বেগ : মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী নব-প্রজন্মের প্রেরণা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রায় সমবয়সী মির্জা জাকারিয়া বেগ, জন্ম ১৯৭০ সালে, আকস্মিক হৃদরোগে অকালে প্রয়াত হলেন ২০ মার্চ ২০২৬-এ। তিনি তখন ছিলেন গাছ-গাছালিঘেরা পাখির কলকাকলীতে মুখর ফরিদপুরের বোয়ালমারি হাসামদিয়া গ্রামে তার পৈতৃক আবাসে, নগরজীবনের জৌলুসের হাতছানি উপেক্ষা করে বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি শহর ছেড়ে গ্রামেই স্থিত হয়েছিলেন অনেক বেশি করে। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঢাকায় আসবেন, সতীর্থ সহযাত্রী ও অনুজদের নিয়ে ২৬ মার্চ শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রায় শরিক হলেন, যে পদযাত্রা স্বাধীনতার পরবর্তী প্রজন্মের দেশ ও সমাজ-সম্পৃক্ততা এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার চিত্ত-আলোড়িত অঙ্গীকার প্রকাশ করে অভিনবভাবে। এর উদ্‌গাতা যে কয়েকজন তরুণ তাঁদের কেন্দ্রে ছিলেন মির্জা জাকারিয়া বেগ, স্বাপ্নিক ও চিন্তাশীল যুবা। ভিন্নতর জীবনবোধ দ্বারা তিনি তাড়িত হয়েছেন বাল্যকাল থেকেই, কোনো অভিমানী বালকের মতো অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি সন্দ্বীপে ঠাঁই পেলেন। তিন মাস পরে ঘরে ফিরে এলেও বাইরের ডাক তাকে আর পরিত্যাগ করেনি। কোনো পিছুটান ছাড়াই জীবনপথে চলতে ব্রতী হয়েছিলেন জাকারিয়া বেগ, গৃহী হয়েও যেন সন্ন্যাসব্রতী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে পেশায় বিশেষ স্থিত হলেন না, ঘরছাড়া বাউল মন জুড়ে ছিল দেশ, দেশের মানুষ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রবল টান। ২০০১ সাল থেকে বান্ধব-সহযোগে শুরু হয় তাঁর পায়ে হেঁটে স্বদেশ পরিভ্রমণ, সূচনা বোয়ালমারি থেকে শিলাইদহ রবীন্দ্র-কুঠিবাড়ি। কেবল যে কুঠিবাড়ি দর্শন তা' নয়, মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদের মতো প্রকৃতি-পুত্র ঘরছাড়া বালকই যেন জাকারিয়া, তেমনই উতলা উদার মায়ার বন্ধনহারা প্রাণবন্ত সত্তা।

জাকারিয়ার অন্যতর বেড়ে-ওঠার সমমনা সাথী, সংখ্যায় অল্প হলেও, ছিল কয়েকজন। তাদের নিয়ে গঠিত হয় পরিব্রাজক-দল 'অভিযাত্রী', ২০১৩ সালে তাঁরা সূচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে সাতজন অভিযাত্রীর অভিনব পদযাত্রা, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে হেঁটে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছানো, সূর্যোদয়ের সময় যাত্রা শুরু করে ত্রিশ কিলোমিটারের বেশি পথ হেঁটে পশ্চিমাকাশ অস্তসূর্যে রক্তিম হওয়ার সময় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ। পথজুড়ে ইতিহাসের নানা চিহ্ন ছুঁয়ে দেখা, একাত্তরে দিশেহারা দুর্গত শরণার্থীদের প্রাণ বাঁচাতে দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়ার শঙ্কা ও বেদনা অনুভব করা, কখনো-বা মেঠো পথ বেয়ে হাঁটা, মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রামপথে অভিযানে যাওয়ার অনুভূতি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা। সেই ছোট অভিযাত্রা ক্রমে বিস্তার পেয়ে চলেছে। প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয়েছে এই পদযাত্রা, যুক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং আরো কত মানুষ। কত নবীন-নবীনা কিশোর-কিশোরী সামিল হচ্ছেন স্বাধীনতা দিবসের পতাকাবাহী প্রতীকী অভিযানে, জীবনে যা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়।

বিস্মৃত হওয়ার নয় জাকারিয়া বেগও। ২০২৬ সালের পদযাত্রায় তিনি শরিক ছিলেন না, ২০ মার্চ ঘটে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ। তবে অভিযাত্রীদের প্রতি পদক্ষেপে তিনি ছিলেন সবসময় ছায়ামেঘ হয়ে, যেমন সুবাতাস হয়ে পরম ভালোবাসায় প্রকৃতি সবাইকে আলিঙ্গন করে, একইভাবে জাকারিয়ার স্বপ্নও বরণ করে সবাইকে, প্রত্যেক পদযাত্রীকে, পায়ে পায়ে শোনায় তাদের দেশের কথা, দশের কথা, মুক্তিযুদ্ধের কাছে নতুন প্রজন্মের দায়বদ্ধতার কথা।

পদযাত্রা শেষে অভিযাত্রীদল সমবেতভাবে উচ্চারণ করে শপথবাক্য, যে বাণী জাকারিয়া লিখেছেন অন্তরের সবটুকু আকুতি নিয়ে, তাঁর জীবনের মতোই উজ্জ্বল এই শপথের বাক্যসমূহ, নতুন প্রজন্মের জন্য যা হয়ে আছে এবং থাকবে শাশ্বত, সজীব, চির জাগরূক, যেমন রয়ে যাবেন মির্জা জাকারিয়া বেগ, মুক্তিযুদ্ধ ঘিরে তাঁর স্বপ্ন ও কর্মসাধনা বহুজনের মধ্যে সঞ্চারের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতা দিবসের অদম্য পদযাত্রায়।

চার স্তবকের শপথনামার একটি স্তবক দিয়েই তার প্রতি নিবেদন করি আমাদের স্নেহ ও ভালোবাসার অঞ্জলি :

> "হে আমাদের মহান অগ্রজেরা
> তোমাদের উপর অর্পিত কর্তব্য তোমরা পালন করেছো
> অসীম সাহসিকতায়, বিরল ভালোবাসায় আর নিপুণ নিষ্ঠায়।
> কর্তব্যের সময় এবার আমাদের।

মফিদুল হক

‘১৯৭১-এর গণহত্যা স্মরণ : স্মৃতি, অস্বীকার ও শিক্ষা’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমিনা জাহান উর্মি, সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ ল, ফ্যাকাল্টি অফ সিকিউরিটি এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (এফএসএসএস), বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রোফেশনালস; মোহাম্মদ রিয়াদ হোসেন, গবেষক, ১৯৭১: জেনোসাইড- টর্চার আর্কাইভ এন্ড মিউজিয়াম। প্যানেল আলোচনা সঞ্চালনা করেন মেহজাবীন নাজরানা, সহযোগী গবেষক, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস।

ড. উপল আদিত্য ঐক্য, ড. গ্রেগরি স্ট্যান্টনের গণহত্যা অস্বীকারের পরিণতি নিয়ে দেওয়া বক্তব্য সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন, বিশেষ করে এটি কীভাবে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যার সঙ্গে সম্পর্কিত তা তুলে ধরেন। ড. উপল আদিত্য ঐক্য বলেন, আমরা কিছু গণহত্যাকে স্মরণ করি এবং কিছু গণহত্যাকে স্মরণ করি না বা অস্বীকার করি। প্রশ্ন হলো, কেন কিছু গণহত্যাকে মনে রাখা হয় আর কিছুকে অস্বীকার করা হয় বা ভুলে যাওয়া হয়? এটাই প্রশ্ন। ড. গ্রেগরি স্ট্যানটন তাঁর গবেষণায় ব্যাখ্যা করেছেন গণহত্যার ১০টি ধাপ। যার শুরু হয় শ্রেণিকরণ বা ক্লাসিফিকেশনের মাধ্যমে, যেমন তুমি বনাম আমরা বা আমরা বনাম তারা। আর এর একটি ধাপ হচ্ছে অস্বীকার। অস্বীকার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এমন এক চলমান প্রক্রিয়া, যা অনেকটা আবার গণহত্যা করার মতো। প্রথমত, ভুক্তভোগীকে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের স্মৃতিকে হত্যা করা হয়। তাই অস্বীকার গণহত্যার মূল অংশ এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া তা এখনও দেখা যায়। আমরা অনেক কারণে অতীত কিছু গণহত্যা মনে রাখতে চাইনি। এখানে ভূরাজনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিকসহ অনেকগুলো বিষয় কাজ করে। মূলত, স্ট্যান্টন বলেছেন যে, অস্বীকার একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং যদি আমরা এই প্রক্রিয়াকে থামাতে না পারি বা থামানোর চেষ্টা না করি, তাহলে আবার গণহত্যা ঘটবে। যেমন– গাজায় গণহত্যা হচ্ছে। যদি আমরা আগের গণহত্যাগুলোকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতাম, তাহলে হয়তো বর্তমানের গণহত্যাগুলো ঘটত না।

গণহত্যাকে কীভাবে আমরা স্মরণে রাখবো, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, যাতে কোনোভাবেই গণহত্যা অস্বীকার করা না হয়।

আমিনা জাহান-উর্মি, ব্যারিস্টার প্যাট্রিক বার্জেসের ‘বৈশ্বিক সম্প্রদায় ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যা থেকে কী শিক্ষা নিতে পারে’ সে সম্পর্কিত বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করেন।

আমিনা জাহান উর্মি বলেন, যখন প্যাট্রিক বার্জেসের বক্তব্য পড়তে শুরু করি, তখন যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, তা হলো তিনি ১৯৭১ সালের গণহত্যা দিয়ে শুরু করেননি, বরং শুরু করেছেন, তিনি যেসব গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ নিয়ে কাজ করেছেন তার অভিজ্ঞতা দিয়ে। প্রথমে তিনি রুয়ান্ডার গণহত্যার কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে হাজার হাজার লাশ রাস্তায়, মাঠে, নদীতে ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু তাঁর মতে, এটি শুধু সহিংসতার ব্যাপকতা নয়, বরং এর আন্তর্জাতিক বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সংগঠিত হয়েছে হুতি বনাম টুটসিতে, প্রতিবেশী বনাম প্রতিবেশীতে। আমরা সাধারণত ভাবি গণহত্যা একটি যান্ত্রিক, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। কিন্তু তিনি দেখাতে চেয়েছেন এটি সমাজ এবং মানুষের মধ্যেই ঘটে। প্যাট্রিক বার্জেস এরপর মিয়ানমারের শরণার্থী সংকটের কথা বলেন এবং কেন বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। যারা নিজেরাও গণহত্যার শিকার ও বেঁচে থাকা মানুষ, তারা অন্যের কষ্ট বোঝে, তাই বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। গণহত্যার ইতিহাসকে একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে দেখতে হবে, রাজনৈতিক বর্ণনা হিসেবে নয়। কারণ যখন এটি রাজনৈতিক হয়ে যায়, তখন অস্বীকার শুরু হয়। প্যাট্রিক বার্জেস পূর্ব তিমুরে তাঁর অভিজ্ঞতার কথাও বলেন, পূর্ব তিমুরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দমন করা হয়েছিল। তিনি একে ২৫ মার্চের সঙ্গে যুক্ত করেন, যখন বাংলাদেশের মানুষকে দমন করার জন্য গণহত্যাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ প্রতিরোধ করেছে, লড়াই করেছে এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ গণহত্যার আরেকটি শিক্ষা হলো, যুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের স্বীকৃতি দেওয়া। বাংলাদেশ তাদের ‘বীরাঙ্গনা’ হিসেবে সম্মান দিয়েছে যা অন্যান্য দেশের জন্য একটি উদাহরণ।

মোহাম্মদ রিয়াদ হোসেন, এলিসা ভন জোয়েডেন ফর্জির ‘গণহত্যার স্মৃতির রাজনীতি’ বিষয়ক বক্তব্য নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, এলিসা যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, আমি উপস্থিত ছিলাম। ২০২৪ সালে যখন তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বক্তৃতা দিলেন, আমি তার মধ্যে এক প্রকার হতাশা দেখেছি। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি হতাশ কেনো। তিনি বললেন যে, আমাদের সামনে জেনোসাইড কনভেনশন আছে, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ আছে তবুও আমরা গণহত্যা থামাতে পারছি না। আমাদের যেই স্লোগান ছিল, Never Again বা আর নয়, আমরা সেখান থেকে সরে যাচ্ছি।

মোহাম্মদ রিয়াদ হোসেন আরো বলেন, ১৯৭১ সালের গণহত্যার ক্ষেত্রে মূল বিষয়টা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয় না, এইখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে আমরা আমাদের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ গণহত্যাকে স্মরণ করছি কিনা। আমরা মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের ক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক দিককে গুরুত্ব দেই, এই সংখ্যার পিছনে যে একেকটা পরিবারের গল্প রয়েছে, সেই বিষয়টা বলছি না। এলিসার বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল গণহত্যা স্মরণ করার রাজনীতি অর্থাৎ কোন্ গণহত্যাটাকে স্মরণ করা হচ্ছে এবং কোন্ গণহত্যাটাকে স্মরণ করা হচ্ছে না। যখন বিশ্বব্যাপী হলোকাস্ট বা জেনোসাইড স্টাডি নামে সেন্টারগুলোতে গণহত্যা নিয়ে গবেষণা বা পড়াশোনা করা হয়, সেখানে বাংলাদেশের গণহত্যাটাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে না। সেটা যদি দেয়া হতো তাহলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হতো। আমরা মেতে আছি আমাদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিতর্কে, গণহত্যাকে রাজনীতিকরণে। এলিসা ভন জোয়েডেন ফর্জি কতগুলো কারণ বলেছেন, কেনো আমরা গণহত্যাকে স্মরণ করবো। গণহত্যাকে রাজনীতিকরণ না করে কেনো গণহত্যাকে স্মরণ করা জরুরি। তিনি বলেছেন আমরা যদি গণহত্যাটাকে স্বীকৃতি দেই বা স্মরণ করি তাহলে যারা গণহত্যার শিকার হয়েছেন তাদের মর্যাদা ফিরে পাবে, বিচার প্রক্রিয়া সুষ্ঠ হবে। গণহত্যাকে স্মরণে রাখলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গণহত্যা করতে নিরুৎসাহী হবে।

> মুক্তিযুদ্ধকালীন শরণার্থী শিবিরে সেবা প্রদানকারী জুলিয়ান ফ্রান্সিস। বলেন, ‘সেই সময়ে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অত্যন্ত গভীর ছিল। যে ক্যাম্পে মুসলিম এবং হিন্দুদের থাকার ব্যবস্থা আলাদাভাবে করা হলে একজন মুসলিম এর বিরোধিতা করে বলেন যে আমরা দীর্ঘদিন একসঙ্গেই বসবাস করছি এখন আলাদা হতে চাই না। দুই সম্প্রদায় একে অপরের উৎসবের সময়ে যাদের উৎসব তারা যেন বিশেষ কিছু পায় সেটি নিশ্চিত করতেন এবং একে অপরের উৎসবের অংশ হতেন, এই সম্প্রীতি ও সামাজিক বন্ধন বর্তমানেও এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।”

সাদিয়া তাবাসসুম
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা | ষষ্ঠ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত Brent T. Christensen ২৪ মার্চ ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় লেখেন–

I really appreciated the opportunity to learn more about the history of Bangladesh, the liberation war and the strength for independence. The museum has done a fantastic job of telling the story of this pivotal moment in the nation's history. This was a very meaningful experience just days before Bangladesh celebrates it's independence.

Brent T. Christensen
Ambassador, United States of America
24 March 2026

স্বাধীনতা দিবসে ব্রতচারী নৃত্য, শোক থেকে শক্তি : অদম্য পত্রাযাত্রা ও শিশু-কিশোরদের আনন্দ আয়োজন : ২৬ মার্চ ২০২৬

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রকাশনা

২৫শে মার্চ গণহত্যা স্মরণ দিবসে Remembering The 1971 Genocide: Memory, Denial and Lessons শিরোনামে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বইটিতে ড. গ্রেগোরি এইচ স্ট্যানটন, ব্যারিস্টার প্যাট্রিক বার্জেস এবং এলিসা ভন জোয়েডেন ফরজে-এর তিনটি বক্তৃতা বা লেকচার রয়েছে। বইটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিয়স্ক থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ, পর্বতারোহীদের সংগঠন 'অভিযাত্রী'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, মির্জা জাকারিয়া বেগ-এর অকাল প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত।

তিনি অভিযাত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ প্রয়াস 'শোক থেকে শক্তি:অদম্য পদযাত্রা'র শুরু থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার অবদান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official